



চাতুর্মাস্য ব্রত

আজ থেকেই শুরু হচ্ছে চাতুর্মাস্য . স্বয়ং ভগবান বসিঁণু এই চার মাস শয়নে থাকবেন । শয়ন ভাঙবে উত্থান একাদশী , দামদৌর মাসে , আমরা কার্ত্তিকি মাস বলি । বৃন্দাবন যান পুরুষোত্তম মাসে , যে মাসে পুরুষ দের মধ্যে যিনি উত্তম অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মমাস ।

চাতুর্মাস্য হল চার মাসের একটি পবিত্র সময়. যা পঞ্জিকা অনুসারে আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী (শয়নী একাদশী) থেকে শুরু হয়. কার্ত্তিকি মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী (প্রবোধিনী একাদশী) পর্যন্ত চলে। এই সময়কালটি সাধারণত বর্ষাকালীন সময়ের সাথে মিলে যায়। এটিকে বসিঁণুর যোগেন্দ্রির সময়ও বলা হয়। এই সময়, কিছু নিয়ম-কানুন মনে চলা হয়, যমেন - শুভ ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান (যমেন বিবাহ, গৃহপ্রবেশ) বর্জন করা এবং কিছু নির্দিষ্ট খাবার (যমেন তলেভোজা, দুধ, দই, মিষ্টি, আচার, সবুজ সবজি, মশলাযুক্ত খাবার, সুপুৰি) পরিত্যাগ করা।

সময়কাল:-চাতুর্মাস্য আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী থেকে কার্ত্তিকি মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী পর্যন্ত চলে।

গুরুত্ব:-এটিকে বসিঁণুর যোগেন্দ্রির সময়, হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই সময়কালে, কিছু শুভ কাজ যমেন বিবাহ, গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি এড.যি. যাওয়া হয়।

নিয়ম:-এই সময়, কিছু নিয়ম পালন করা হয়, যমেন - কিছু নির্দিষ্ট খাবার বর্জন করা, যমেন তলেভোজা, দুধ, দই, মিষ্টি, আচার, সবুজ সবজি, মশলাযুক্ত খাবার, সুপুৰি।

কারণ:-এই সময়কালে, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধির জন্য কিছু নিয়ম পালন করা হয়।

তাৎপর্য:-চাতুর্মাস্য হল একটি পবিত্র সময়, যা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য

উৎসর্গীকৃত।

এই প্রবন্ধে চতুর্মাস্য-ব্রত, এর উদ্দেশ্য, সময়কাল, চতুর্মাসের সময়, উপবাস ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

চতুর্মাস্য কাল আষাঢ় মাসে (জুন-জুলাই) শুরু হয় এবং কার্তিকি মাসে (অক্টোবর-নভেম্বর) শেষে হয়। চতুর্মাস্যের অর্থ "চার মাস", যা বর্ষিগুর ঘুমের সময়কাল।

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা থেকে কার্তিকি মাসের পূর্ণিমা পর্যন্ত চতুর্মাস্য পালন করেন। অন্যরা শ্রাবণ থেকে কার্তিকি পর্যন্ত সটোর মাস অনুসারে চতুর্মাস্য পালন করেন। চন্দ্র বা সটোর, পুরো সময়কাল বর্ষাকালে ঘটে। জনগণের সকল অংশের দ্বারা চতুর্মাস্য পালন করা উচিত। কটে গৃহস্থ কনি বা সন্ন্যাসী তা ববিচ্যে নয়। এই চার মাসে ব্রতের পছিন্দে আসল উদ্দেশ্য হল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পরিমাণ কমিয়ে আনা।

শ্রাবণ মাসে পালং শাক খাওয়া উচিত নয়, ভাদ্র মাসে দই খাওয়া উচিত নয় এবং আশ্বিন মাসে দুধ খাওয়া উচিত নয়। কার্তিকি মাসে মাছ বা অন্যান্য আমষি খাবার খাওয়া উচিত নয়। আমষি খাবারের অর্থ মাছ এবং মাংস। একইভাবে, মসুর ডাল এবং উড়াল ডালকেও আমষি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই দুটি ডালে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার আমষি হিসেবে বিবেচিত হয়।

সামগ্রিকভাবে, চতুর্মাস্যের চার মাস ধরে ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য তৈরি সমস্ত খাবার ত্যাগ করার অভ্যাস করা উচিত।

বৈদিক শাস্ত্রের কর্মকাণ্ড (ভৌতিক কর্মের জন্য আচার-অনুষ্ঠান) অংশে প্রায়শই চতুর্মাস্য নিয়ম পালনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ভক্তরা কোনও জড় লাভের জন্য নয়, বরং কেবল কৃষ্ণের প্রতি তাদের ভক্তিমূলক সর্বোচ্চ ধর্মের জন্য চতুর্মাস্য ব্রত অনুসরণ করেন।

বদেহের কর্মকাণ্ড বিভাগে বলা হয়েছে, "অপম সোমম অমৃত অভিমি এবং অক্ষয়ম হ বৈ চতুর্মস্য-যজনিঃ সুকৃতম ভবতি।" অন্য কথায়, যারা চার মাসের তপস্যা করেন তারা চরিকাল অমর এবং সুখী হওয়ার জন্য সোম-রস পান করার যোগ্য হন।

বদেহে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি চতুর্মাস্য-ব্রত পালন করে সে স্বর্গরাজ্যে অনন্ত সুখ লাভ করবে। যে ব্যক্তি চতুর্মাস্য-ব্রত পালন করে সে ধার্মিক হয়ে ওঠে। ধার্মিক হয়ে, সে উচ্চতর গ্রহলোকে উন্নীত হতে পারে। ভগবদ-গীতায় বলা হয়েছে যে, বদেহের এই ফুলের ভাষা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই ব্যক্তিদের আকর্ষণ করে যারা দেহের সাথে একীভূত। তাদের কাছে স্বর্গরাজ্যের মতো সুখই সবকিছু; তারা জানে না যে এর বাইরে আধ্যাত্মিক রাজ্য রাজ্য।

সন্ন্যাসীরা সাধারণত ধর্মপ্রচারের জন্য সারা দেশে ভ্রমণ করেন, কিন্তু ভারতে বর্ষার চার মাস, জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত, তারা ভ্রমণ করেন না বরং এক জায়গায় আশ্রয় নেন এবং নড়াচড়া না করে সেখানেই থাকেন। সন্ন্যাসীর এই অচলাচলকে চতুর্মাস্য-ব্রত বলা হয়। যখন একজন সন্ন্যাসী এই চার মাস এক জায়গায় থাকেন, তখন সেই স্থানের স্থানীয় বাসিন্দারা আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত হওয়ার জন্য তার উপস্থিতির সুযোগ নেন।

এই চার মাসে, কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করত অশ্বস্ত সাধু ব্যক্তিরা এক স্থানে থাকেন, যা সাধারণত একটি পবিত্র তীর্থস্থান। এই সময়ে, কিছু নিয়মানুসার কঠোরভাবে পালন করা হয়। স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে যে এই সময়কালে, যদিকটে কমপক্ষে চারবার বর্ষিগুর মন্দির প্রদক্ষিণ করে, তাহলে বোঝা যায় যে সে সমগ্র বিশ্ব ভ্রমণ করেছে। এই প্রদক্ষিণ দ্বারা, একজন ব্যক্তি গিঙার জল প্রবাহিত সমস্ত পবিত্র স্থান দেখেছেন বলে বোঝা যায়।

এবং চতুৰ্মাস্যৰে নযি.মনীতি অনুসৰণ কৰে খুব দ্ৰুত ভক্তিমূলক সৰোৰ স্তৰে উন্নীত হ'তে পাৰনে।

চতুৰ্মাস্যৰে সময়. যসেব খাবাৰ খাওয়া উচতি নয. তাৰ তালকিা নচিে দেওয়া হ'ল: মাস থকে উপবাস যসেব জনিসি এড.যি.ে চলতে হ'বে

শ্ৰাবণ:-- শক লাল এবং সবুজ পালং শাক। সব ধৰণৰে শাক (সবুজ শাক) ধনে পাতা, মথেরি ডাল, পুদিনা এবং কারিপাতা। তবে বাঁধাকপিশাক নয. বলে এটি খাওয়া যতে পাৰে।

ভাদ্ৰ :-- দই / দই য'ে কোনও খাবাৰে দই প্রধান উপাদান: কড়ি, পাচড়ি, মাখন, লস্যি ইত্যাদি। স্বাদৰে জন্য যদি সবজতিে সামান্য দই (দুই বা তিনি চামচ) যোগ কৰা হয়., তাহলে ব্ৰত ভঙ্গ হ'বে না। চৰণামৃতকে সম্মান কৰা উচতি, এমনকি যদি তাতে দই থাকে।

অশ্বিনী:-- দুধ য'ে কোনও পণ্যৰে মধ্যে দুধই প্রধান উপাদান: দুধ ব্যবহার কৰে তৰৈমিষ্টিভাত, মল্ক শকে, আইসক্ৰমি, কনডেন্সড মল্ক ইত্যাদি। দুধৰে মিষ্টি (যমেন পডো, রসগুল্লা, সন্দশে), দুগ্ধজাত দ্ৰব্য (যমেন পনরি, পনরি) যহেতু দুধ রূপান্তৰতি হয়.ে ব্যবহৃত হয়.। চৰণামৃতকে সম্মান কৰা উচতি, এমনকি যদি এতে দুধ থাকে।

কাৰ্ত্তিক: উডাদ ডাল, ইডলি, দোসা বা উডাদ ডালযুক্ত অন্য কোনও প্ৰস্তুতিগ্ৰহণ কৰা উচতি নয.।

